দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 0 6 JUN 2008
পৃষ্ঠা ... ৭ কলাম ২ ...

প্রশাসনকে এনজিওকরণের অভিযোগ

গতকাল বৃহস্পতিবার 'দৈনিক ইনকিলাবে' প্রকাশিত একটি সংবাদ সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সংবাদটির শিরোনাম, "প্রশাসনকে এনজিওকরণের চেষ্টা।" উক্ত খবরে কতিপয় তথ্য দেয়া হয়েছে যেগুলো রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সামাজিক অবস্থার জন্য অত্যন্ত উদ্বেগজনক। খবরে বলা হয়েছে, ব্র্যাক ব্যাংকের মালিক হ'ল ব্র্যাক নামক এনজিও। ইনকিলাবের খবর মোতাবেক এনজিও ব্র্যাকের মালিকানাধীন ব্র্যাক ব্যাংকের স্বার্থরক্ষায় ব্যাংকিং আইন শিথিলের প্রক্রিয়া চলছে। এ সংক্রান্ত একটি সুপারিশ কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করেছে। এনজিও ব্র্যাকের মালিকানাধীন ব্র্যাক ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ সরকারী খাতের আর্থিক প্রতিষ্ঠান জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানীর ৫১ শতাংশ শেয়ার কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানীর পরিচালনা পরিষদও সিদ্ধান্ত নেয়, তারা ব্র্যাক ব্যাংকের কাছে শেয়ার বিক্রি করবে। দু'পক্ষের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ব্যাংকিং আইনে কোনো ব্যাংক অন্য কোনো কোম্পানীর মালিকানা ক্রয় করতে পারে না। এ কারণে ব্র্যাক ব্যাংক জিএসপি ফাইন্যান্স কোম্পানীর শেয়ার যাতে কিনতে পারে, সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে ব্যাংক কোম্পানী আইন সংশোধনের সুপারিশ করেছে। একটি এনজিও'র সিস্টার প্রতিষ্ঠান একটি বেসরকারী ব্যাংকের ব্যবসায়ী স্বার্থ রক্ষায় অর্থ মন্ত্রণালয়ে এ ধরনের সংশোধনী প্রস্তাব প্রেরণ নজীরবিহীন। ঐ রিপোর্টে আরো বলা হয়, এনজিও ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা এটাই শেষ নয়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাও এনজিওকরণের চেষ্টা চলছে। গত ১৩ মার্চ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (প্রশিক্ষণ) স্বাক্ষরিত এক পত্রে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও শিক্ষকদের একাডেমিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ব্র্যাকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা তীব্র প্রতিবাদ করে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তকে প্রশাসনের এনজিওকরণের চেষ্ট বলে অভিহিত করেছেন অনেকেই। তারা এ সবের উদ্দেশ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন কেননা, এসব কাজ এ মুহূর্তে করার কথা নয়। একটি বিশেষ এনজিওকে আই বহির্ভূত সুবিধা দিতে হবে বলে একেবারে আইনটাই বদলে দেয়ার উদ্যোগ নেয় হচ্ছে– এতখানি বাধাহীন হওয়ার অবকাশই বা কোথায়। আইন সংশোধন কে কোনো কিছু করতে পারে একমাত্র নির্বাচিত সরকার। সেটাও আবার যেনতে প্রকারে নয়। সেই পরিবর্তনটি করতে হবে জাতীয় সংসদে। দেশের বা জাতি স্বার্থে ঐ ধরনের সংশোধন প্রয়োজন হলে সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতা ঐ ধরনের একটি সংশোধনী প্রস্তাব সংসদে উত্থাপন করবেন। এছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থা একটি অংশ অর্থাৎ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষ ব্র্যাকের অধীনে ন্যস্ত করা বা হবে কেন? এনজিওকে সাধারণত বেসরকারী সংস্থ বলা হয়। তাই বলে তাদেরকে সমান্তরাল সরকারের পর্যায়ে উন্নীত করার কোন সুযোগ নেই। ইতিমধ্যেই এই সরকারের সঙ্গে এনজিওদের সম্পর্ক সূত্র নি বিভিন্ন মহল থেকে সন্দেহ-সংশয় প্রকাশিত হয়েছে। এখন যদি এগুলো ঘটতে থাকে তাহলে জনগণের আস্থা হ্রাস পাবে।

এদিকে, ইসলামী এনজিওদের ক্ষেত্রে সরকার বিমাতাসুলভ আচরণ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ব্র্যাকের মত এনজিওদের যখন অবাধ সুযোগ-সুবিধা দেয়া অভিযোগ উঠছে, তখন ইসলামী এনজিওগুলোকে কোণঠাসা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বঞ্চনা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে একাধি ইসলামী এনজিওর কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে বলে খবর পাওয় গেছে। ইসলামী এনজিওগুলোকে নিয়ে যখন পোকা বাছা হচ্ছে, তখন অন ক্যাটাগরির এনজিওগুলোকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার বদলে সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রবণতাই লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠছে। বেশ কয়েকটি এনজিও আছে যারা কোটি কোটি টাকা বিভিন্ন সূত্র থেকে আনছে। তারা সেবার নামে তাদে ক্লায়েন্টদের শোষণ করে টাকার পাহাড় গড়ে তুলছে। তাদের শত শত কোটি টাকার আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব-নিকাশের ব্যবস্থা নেই, নেই কোনে জবাবদিহিতা, নেই কোনো অডিট। ফলে এই এনজিওগুলো লাভজনক ব্যবসা লিপ্ত হয়ে রাজনীতিতেও নাক গলাচ্ছে। দুর্নীতি দমন অভিযানে রাজনীতিবি এবং ব্যবসায়ীদের নির্বিচারে গ্রেফতার করা এবং বিনাবিচারে অনির্দিষ্টকা আটক রাখার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের জগতে সৃষ্টি হয়েছে অনিশ্চয়তা। কোনে দেশ-বিদেশী বিনিয়োগ আসছে না। এর ফলে অর্থনীতি স্থবির হওয়ার উপক্রম এদিকে সরকারের যথেষ্ট মনোযোগ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। অন্যদিকে রাজনৈতিক সংলাপকে গ্রামে-গঞ্জে অর্থাৎ উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া সরকারী ঘোষণায় মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে চরম বিভ্রান্তি। সমাজের সচেত অংশও ঠিক বুঝতে পারছেন না যে, আসলে কি হতে যাচ্ছে। এই বিভ্রান্তি মধ্যে আসছে প্রশাসনকে এনজিওকরণের অভিযোগ। সেই অভিযো